দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 APR 1992
পৃষ্ঠা 6 কলাম

চিঠিপত্র

## মাধ্যমিক পরীক্ষার বাস্তব চিত্র

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, নগরীতে শান্তিপূর্ণ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইয়াছে উক্ত বক্তব্য দেশের বেশ কয়েকটি প্রভাবশালী দৈনিকের। আমরাও সংবাদপত্রের উক্ত বক্তব্য মেনে নিচ্ছি যদি নিম্নের বক্তব্যগুলো শান্তিপূর্ণ পরীক্ষার নির্দশন হয়। ঢাকা বিজ্ঞান কলেজ কেন্দ্রের জনৈক ছাত্রীর বক্তব্য ঃ "আমরা নৈর্বিত্তিক সব কয়টি দাগিয়েছি। যেগুলো পারি নাই সেইগুলো এসে অন্যের থেকে শুদ্ধ করে নিয়েছি। উভয় পত্রেই আমাদের পরিদর্শক খুবই ভাল পড়েছিল। স্টাফ ওয়েল ফেয়ার স্কুল কেন্দ্রের জনৈক ছাত্রের "বক্তব্য" এতদিন শুনেছি পরীক্ষার হলে ঘাড় ফেরানো যায় না, কিন্তু সব ছেলেই অবজেকটিভ সব শুদ্ধ করেছি, একে অন্যেরটা দেখে। ম্যাজিস্ট্রেট আসার আগে স্যাররা আমাদের সতর্ক করেছেন। অশ্রুসিক্ত জনৈক ছাত্রীর দীর্ঘশ্বাস, "দুই বছর ধরে রবোর্টের মত খেটেও পঞ্চাশে পঞ্চাশ পাব না, অথচ ওরা লেখাপড়া না করেও পঞ্চাশে পঞ্চাশ, উহ! এটা আবারা পরীক্ষা হল? আরো একাধিক কেন্দ্রের অনেক পরীক্ষার্থীর বক্তব্য অনুরূপ অর্থ বহন করে। এমতাবস্থায় আমরা কি ধরে নিতে পারি পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ হচ্ছে? পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের ভালমন্দ যাচাই করিবার পন্থা কি এটাই? ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার সত্যিকার যাচাই করবার জন্য পরীক্ষার হলে কড়াকড়ি আরোপের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। তাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সম্মানিত শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট মহলের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং প্রতিটি কেন্দ্রে অন্ততঃ প্রথম পঞ্চাশ মিনিট ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি কামনা করেছি। অন্যথায় পরীক্ষার্থীদের মেধা যাচাই-এর নামে প্রহসনই হবে ভাল-মন্দ বিচার হবে না। যা অত্যন্ত লজ্জাকর ও হাস্যস্পদ।

—তমিজুদ্দিন